Please check the examination details below before entering your candidate information

| Candidate surname | Other names |
| --- | --- |
| | |

Centre Number | Candidate Number

# Pearson Edexcel International GCSE (9–1)

**Time** 2 hours 30 minutes

**Paper reference** **4BA0/01**

# Bangla

## PAPER 1: Reading, Writing and Translation

**You do not need any other materials.**

Total Marks

## Instructions

- Use **black** ink or ball-point pen.
- **Fill in the boxes** at the top of this page with your name, centre number and candidate number.
- There are **three** sections you must answer:
  – Section A Questions 1–4
  – Section B Question 5 and **either** Question 6(a) **or** 6(b) **or** 6(c)
  – Section C Question 7.
- Answer the questions in the spaces provided
  *– there may be more space than you need.*
- You must **not** use a dictionary.

## Information

- The total mark for this paper is 100.
- The marks for **each** question are shown in brackets
  *– use this as a guide as to how much time to spend on each question.*

## Advice

- Read each question carefully before you start to answer it.
- Check your answers if you have time at the end.

*Turn over* ▶

P71075A

©2022 Pearson Education Ltd.

Q:1/1/1/1/

P 7 1 0 7 5 A 0 1 2 0

Pearson

## SECTION A: READING

**Answer ALL questions.**

**Write your answers in the spaces provided.**

**Multiple-choice questions must be answered with a cross in a box ☒. If you change your mind about an answer, put a line through the box ☒ and then mark your new answer with a cross ☒. Open-response questions do not have to be written in full sentences and you may respond using single words or phrases.**

**1** *মালতীর শৈশব জীবন* সম্বন্ধে নিচের লেখাটি পড়ো। শব্দ তালিকা থেকে প্রতিটি বাক্সে সঠিক শব্দের অক্ষরটি বসাও।

### *মালতীর শৈশব*

আমার শৈশব কেটেছে গ্রামে। তখন আমি খুব দুরন্ত ছিলাম। আমাদের বাড়ির পেছনের পুকুরটায় গোসলের ছলে দিনে একবার নামতাম। তবে দ্বিতীয়বারের বেলায় হতো বিপত্তি। আমার মা সহজে রাজি হতেন না। আমিও ছিলাম নাছোড়বান্দা বিকেলে ঘরের কাজকর্ম শেষ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে অবশেষে মাকে রাজি করাতাম। মায়ের 'হ্যাঁ' শুনতেই পুকুরপাড়ে এক দৌড়ে পৌঁছাতাম।

আমার পড়শি বান্ধবীরা সেখানে জড়ো হতো। পুকুরের অদূরের বটগাছটার পেছন থেকে এক দৌড়ে পানিতে কে আগে ঝাঁপ দিতে পারে, সেই প্রতিযোগিতা হতো। এছাড়াও পানিতে ডুব দিয়ে এবং সাঁতার উপভোগ শেষে আমরা সবাই নিজনিজ বাড়িতে ফিরতাম।

তাছাড়া, গাছের গুড়ি দিয়ে ডিঙি নৌকা বানিয়ে সেই নৌকায় পুকুরের এপার থেকে ওপার ঘুরে বেড়ানোতেও ছিলো আমার ভীষণ আগ্রহ। আমার শখের কাজে বাড়ির লোকজন বাধা দিতেন বলে মাঝেমধ্যে তাঁদেরকে লুকিয়ে চলে যেতাম আমাদের ফলবাগানে। সেখানকার বড়ো পেয়ারা গাছের ডালে বাঁধতাম মোটা দড়ির একটি দোলনা। তারপর তাতে চড়ে বাতাসে দিতাম দোল।

DO NOT WRITE IN THIS AREA DO NOT WRITE IN THIS AREA DO NOT WRITE IN THIS AREA

DO NOT WRITE IN THIS AREA
DO NOT WRITE IN THIS AREA
DO NOT WRITE IN THIS AREA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **A** কান্না | **B** ঝগড়া | **C** ডানপিটে | **D** দৌড় |
| **E** পানিতে | **F** সম্মতি | **G** বিরক্ত | **H** ঝোঁক |
| **I** উপভোগ | **J** আপত্তি | **K** বেড়ানো | **L** ঝুলনায় |
| **M** ছেলেবেলা | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **উদাহরণ:** | মালতী ছোটোবেলায় ... ছিলো। | *C* |
| **1** (a) | গ্রামের পুকুরে গোসল করা মালতী ... করতো। | |
| **1** (b) | পুকুরে যাওয়ার জন্য মালতীকে মায়ের ... নিতে হতো। | |
| **1** (c) | পাড়ার মেয়েরা ... খেলতো। | |
| **1** (d) | মালতীর ... ছিলো নৌকা চালানোতে। | |
| **1** (e) | মালতীর শখের কাজে তার মা ... করতেন। | |
| **1** (f) | মাঝেমাঝে মালতী বাড়িতে না জানিয়ে ... দুলতো। | |

**(Total for Question 1 = 6 marks)**

**2** 'স্বপ্ন নিয়ে' -এ সম্বন্ধে নিচে দেওয়া তিনজন তরুণ-তরুণীর লেখাগুলো পড়ো এবং সঠিক বাক্সে ☒ চিহ্ন দিয়ে সঠিক নাম/নামগুলোর সঙ্গে বাক্যগুলো মেলাও। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাক্যের সঙ্গে নামের মিল না-ও থাকতে পারে।

***স্বপ্ন নিয়ে***

**নাদিম**

আমি একজন বুদ্ধিমান যুবক বলে নিজের দেশ ও দেশের মানুষের সেবা করার উদ্দেশ্যে একজন সাংবাদিক হতে চাই। দেশের তরুণদের সব ইচ্ছাশক্তি যখন চিকিৎসক, প্রকৌশলী কিংবা সরকারি চাকরিতে সীমাবদ্ধ, ঠিক তখনই আমি সিদ্ধান্ত নিলাম এই পেশায় যেতে। আমি বিশ্বাস করি, সাংবাদিকরা সমাজে পরিবর্তন আনতে পারে। তাই এই পেশায় নিজেকে গড়ে তোলার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা বিভাগে পড়ছি।

**জয়া**

তরুনরা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া শুরু করলে তাদেরকে চাকরিনির্ভর বিষয়গুলোতে পড়ার তাগিদ দেয় আমাদের সমাজ। শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার্থীরা মৌলিক বিষয়গুলো সম্পর্কে তেমন ধারণা লাভ করে না। মানসম্মত সাধারণ শিক্ষার চাইতে মুখস্ত বিদ্যা দিয়ে তারা পার করে দেয় শিক্ষাজীবন। তবে আমি পদার্থ বিজ্ঞানের কিছু মৌলিক বিষয়ে জ্ঞানলাভ ও গবেষণা করতে চাই। আমার ইচ্ছে ভবিষ্যতে একজন নামকরা বিজ্ঞানী হওয়ার।

**সোহেল**

ছোটোবেলায় অনেক কিছু হওয়ার ইচ্ছে ছিলো। কখনো বৈমানিক, কখনো সাঁতারু আবার কখনো অভিনেতা। সম্প্রতি বন্ধুদের মধ্যে ফ্যাশনের প্রবণতা দেখে এর প্রতি আমার আগ্রহ বেড়ে যায়। পোশাকের রঙে ভিন্নতা ও নতুনত্ব আনতে চাই বলে ফ্যাশন ডিজাইনিং বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করছি। দেশের ঐতিহ্যবাহী পোশাকগুলোকে সারা বিশ্বে প্রচার করে আমার ইচ্ছেপূরণ করতে চাই।

DO NOT WRITE IN THIS AREA DO NOT WRITE IN THIS AREA DO NOT WRITE IN THIS AREA

| | | নাদিম | জয়া | সোহেল |
|---|---|---|---|---|
| **উদাহরণ:** | আমি অল্পবয়সে অনেক কিছু হতে চাইতাম। | ☐ | ☐ | ☒ |
| **A** | আমি কলমের জোরে আমার দেশের সেবা করবো। | ☐ | ☐ | ☐ |
| **B** | আমি বিজ্ঞানের কিছু বিষয়ে কাজ করতে চাই। | ☐ | ☐ | ☐ |
| **C** | আমি পোশাকের রঙে আধুনিকতা আনতে চাই। | ☐ | ☐ | ☐ |
| **D** | আমি আমার ইচ্ছেপূরণে বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করছি। | ☐ | ☐ | ☐ |
| **E** | আমি দেশি পোশাকের প্রচার করতে চাই। | ☐ | ☐ | ☐ |
| **F** | আমি চিরাচরিত পেশার বাইরে যেতে চাই। | ☐ | ☐ | ☐ |
| **G** | আমি মানসম্মত শিক্ষালাভ করে লক্ষ্যে পৌঁছাবো। | ☐ | ☐ | ☐ |

**(Total for Question 2 = 8 marks)**

DO NOT WRITE IN THIS AREA
DO NOT WRITE IN THIS AREA
DO NOT WRITE IN THIS AREA

**3** ‘খেলাধুলার গৌরব’ সম্বন্ধে নিচের নিবন্ধটি পড়ো। বাংলায় নম্বর অথবা শব্দ/শব্দমালা দিয়ে নোটগুলি পূরণ করো।

***খেলাধুলার গৌরব***

বাংলাদেশের টেনিস খেলোয়াড় দশম শ্রেণির ছাত্রী সাদিয়া তাহিন। সাদিয়ার বাবা টেনিস ফেডারেশনে কাজ করেন বলে ছোটো বয়সেই তাঁর হাত ধরে টেনিস কোর্টে যাওয়া-আসা ছিল তার। বাবার প্রেরণাতেই অল্পবয়সী সাদিয়া ২০১৩ সালে প্রথমবারের মতো অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশ টেনিস ফেডারেশন আয়োজিত ক্ষুদে টেনিস টুর্নামেন্টে। এতে জয়ী না হলেও হাতে-কলমে শুরু হয় সাদিয়ার টেনিস প্রশিক্ষণ। এরপর আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি তাকে।

২০১৪ সালে সাদিয়া আন্তস্কুল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপে জয়ী হয়। পরের দুই বছর আন্তস্কুল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপে সে পরপর চারবার জয়ী হয়। ২০১৭ সালে জাতীয় টেনিস টুর্নামেন্টে প্রথমবারের মতো বিজয়ী হয় সে। ঐ বছরের শেষদিকে দ্বৈত বিভাগে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত এশিয়ান অনূর্ধ্ব-১৪ টেনিস সিরিজে শ্রীলঙ্কার সোনিয়া হিবিরের সঙ্গে জুটি বেঁধে সেরা জুটি নির্বাচিত হয়। ২০১৮ সালে প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে অংশ নিলেও সে চূড়ান্ত বিজয়ী হতে পারেনি।

টেনিস অনুশীলনের ব্যস্ততা থাকলেও পড়াশোনায়ও সেরা ছাত্রী সাদিয়া। খেলাধুলার অবসরে তার সময় হৈচৈ করে কাটে পরিবারের সবার সাথে। তাছাড়া স্থানীয় কিশোর সঙ্ঘের প্রতিটি আয়োজনেই স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে সমাজসেবা করে সাদিয়া। কষ্টের হলেও সে বড়ো হয়ে বিশ্বসেরা টেনিস তারকা হয়ে আন্তর্জাতিক খেলাধুলার অঙ্গনে দেশকে তুলে ধরতে চায়।

DO NOT WRITE IN THIS AREA DO NOT WRITE IN THIS AREA DO NOT WRITE IN THIS AREA

**উদাহরণ:** বাংলাদেশের টেনিস খেলোয়াড়: ......সাদিয়া তাহিন......

(a) তার লেখাপড়া: ........................................................ **(1)**

(b) তার টেনিস খেলার প্রেরণা: ........................................................ **(1)**

(c) প্রথম খেলার ফলাফল: ........................................................ **(1)**

(d) যে প্রতিযোগিতায় সাদিয়া বেশ কয়েকবার জিতেছিলো: ........................................................ **(1)**

(e) যে প্রতিযোগিতায় সে সোনিয়া হিবিরের সাথে অংশ নিয়েছিলো: ........................................................ **(1)**

(f) ২০১৭ সালে সাদিয়ার কৃতিত্ব: ........................................................ আর ........................................................ **(2)**

(g) সাদিয়া রানার আপ হয়েছিলো: ........................................................ **(1)**

(h) সাদিয়ার অবসরের কাজকর্ম: ........................................................ আর ........................................................ **(2)**

(i) সাদিয়ার ভবিষ্যত পরিকল্পনা: ........................................................ আর ........................................................ **(2)**

**(Total for Question 3 = 12 marks)**

DO NOT WRITE IN THIS AREA
DO NOT WRITE IN THIS AREA
DO NOT WRITE IN THIS AREA

**4** (a) নিচে দেওয়া 'অনন্ত আকাশে' গল্পের অংশবিশেষ পড়ো।

***অনন্ত আকাশে***

জীবনে বেশির ভাগ কাজই আমি করেছি ঝোঁকের মাথায়। ঢাকা ইউনিভার্সিটির প্রথম বর্ষে ভর্তির সময় আমাদের সায়েন্সের ছাত্রদের কলা অনুষদে এসে ইংরেজি বা ইকোনমিকসে পড়া ছিল ফ্যাশন। আমিও ফ্যাশনমতো ইকোনমিকসে ভর্তি হয়ে গেলাম। এক বন্ধু পড়বে কেমিস্ট্রি। তাকে নিয়ে কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টে এসেছি। কেমিস্ট্রির একজন স্যারকে দেখলাম। কী স্মার্ট, কী সুন্দর চেহারা! তিনি আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করলাম আমি কেমিস্ট্রি পড়বো। ভর্তিও হলাম কেমিস্ট্রিতে।

বাংলাদেশ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে পিএইচডি করতে গেলাম ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রিতে। দু'বছর কেটে গেছে। একদিন বারান্দায় হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, দশ নম্বর রুমে উইলসন নামে বুড়ো এক ভদ্রলোক ক্লাস নিতে ঢুকলেন। তিনি পলিমার কেমিস্ট্রির বিভাগীয় প্রধান। খেয়ালের বশে আমিও ক্লাশে ঢুকলাম। তাঁর লেকচার শুনে আমি অবাক। যেমন মনোমুগ্ধকর তাঁর পড়ানোর ভঙ্গি তেমনই বিষয়বস্তুর নির্বাচন। ক্লাশ শেষে আমি তাঁকে বললাম, 'আপনার বিভাগে আসতে চাই'। প্রফেসর উইলসন আমাকে স্কলারশিপ আর বইপত্র দিয়ে সাহায্য করলেন। কাজ শুরু করলাম অন্য এক প্রফেসর মারটিন-এর সঙ্গে।

ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রির প্রফেসর সব শুনে খুব রেগে গেলেন। তিনি তক্ষুণি আমাকে মত বদলাতে বললেন। আমি তা পারিনি। ঢুকে গেলাম পলিমার কেমিস্ট্রিতে। কোর্সশেষে প্রফেসর আমাকে বললেন, 'ডিগ্রিশেষে অন্যদের মতো আমেরিকার নাগরিকত্ব পেতে তোমাকেও আমি সাহায্য করবো।' আমি বললাম, 'বিদেশি নাগরিকত্ব আমি চাই না। ডিগ্রি শেষ হওয়ামাত্র বাংলাদেশে ফিরে যাবো। ওখানকার শিক্ষার্থীদের নিজদেশের সম্পদ ব্যবহার করে গবেষণা করতে বলবো।'

গল্পটিতে যে-সব তথ্য রয়েছে তা ব্যবহার করে **বাংলায়** প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। তোমার উত্তর সম্পূর্ণ বাক্যে লেখার প্রয়োজন নেই।

(i) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বছরে লেখক ছাত্রদের কোন প্রচলনের কথা উল্লেখ করেছেন?

**(1)**

..............................................................................................................................

(ii) লেখক তাঁর বিষয় বদলালেন কেন? **দুটি** কারণ লেখ।

**(2)**

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

(iii) বাংলাদেশের লেখাপড়া শেষ করে লেখক কী করার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং **কেন**?

**(2)**

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

DO NOT WRITE IN THIS AREA DO NOT WRITE IN THIS AREA DO NOT WRITE IN THIS AREA

(iv) লেখক পলিমার কেমিস্ট্রি বিভাগে যাওয়ার প্রেরণা কীভাবে পেলেন? **দুটি** বিষয় লেখো।

(2)

(v) পলিমার কেমিস্ট্রি বিভাগে তিনি কী ধরনের সহায়তা পেলেন?

(1)

(vi) আমেরিকায় বসবাসের বিষয়ে প্রফেসরের প্রস্তাব লেখক প্রত্যাখ্যান করলেন **কেন**? **দুটি** কারণ লেখো।

(2)

DO NOT WRITE IN THIS AREA
DO NOT WRITE IN THIS AREA
DO NOT WRITE IN THIS AREA

**4** (b) 'অনন্ত আকাশে' বিষয়ে আলোচনাটি পড়ে বাংলায় প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

দুইজন বন্ধু 'অনন্ত আকাশে' লেখাটি আলোচনা করছে।

**বিজয়:** "অনন্ত আকাশে লেখায় লেখকের নিজের জীবন কথা প্রকাশিত হয়েছে। শুরুতেই লেখক ব্যক্ত করেছেন প্রথম জীবনে বেশির ভাগ কাজই তিনি করেছেন ঝোঁকের মাথায়। এই ঝোঁকের বশে বা কোনো ব্যক্তির প্রভাবে তিনি তাঁর শিক্ষাজীবনে বিষয় বদল করে করে লেখাপড়া করেছেন। এর পরিণতি কী হতে পারে তা কখনো ভেবে দেখতেন বলে মনে হয় না। এমনকি উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে গিয়েও তিনি বেশ খামখেয়ালি করেছেন। প্রথম বিষয়ে ডিগ্রিপ্রাপ্তির একেবারে শেষ পর্যায়ে অন্য এক বিষয়ের প্রফেসরের ক্লাশ লেকচারে মুগ্ধ হয়ে সবকিছু উপেক্ষা করলেন। তারপর নতুন এক বিষয়ে গোড়া থেকে তাঁর গবেষণা শুরু করলেন। এতে তাঁর জীবনের ক্যারিয়ার তৈরি করার অনেকটা মূল্যবান সময়ের যে অপচয় হলো সেটাও ভেবে দেখবার বিষয়। তাছাড়া এধরনের আচরণ যারা করে তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার নিজের ওপর বিশ্বাস ও মনোবলও হারিয়ে ফেলে। তাই সঠিক সময়ে সঠিক পরামর্শদাতার হস্তক্ষেপ আমাদের সবার জীবনের পথ চলায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।"

**লিসা:** "তোমার কথার বিরোধীতা আমি করছি না। তবে ব্যাপারটাকে আমি একটু অন্যভাবে দেখছি ও মূল্যায়ন করছি। আমার মতে, জীবন গড়ার জন্য পরামর্শের বা পথ দেখানোর বিশেষ দরকার নেই। বেড়ে ওঠার সাথে সাথে বিশেষ করে ছাত্র জীবনে নিজনিজ মনোবল, যোগ্যতা ও ক্ষমতার ওপর আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে। তাহলে ঝোঁকের মাথায় কোনো সিদ্ধান্ত নিলেও সঠিক পথ খুঁজে নেওয়া যায়। আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছে আমেরিকায় উচ্চশিক্ষা শেষে লেখকের বিদেশি নাগরিকত্বের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে নিজের দেশে ফেরার সিদ্ধান্তের বিষয়টি। আজকাল তরুণদের মধ্যে দেশ ছেড়ে বিদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস ও উচ্চশিক্ষা নেওয়ার প্রবণতা দেখা দিয়েছে। সেই প্রবণতা অনেকাংশে কমানোর উদ্দেশ্যে তাঁর এই সিদ্ধান্ত প্রশংসার দাবীদার এবং বর্তমান প্রজন্মের জন্য সত্যিই প্রেরণামূলক।"

(i) নিচের বিষয়গুলোর ওপর প্রথম বন্ধুর মন্তব্য সংক্ষেপে লেখো:

- ঝোঁকের বশে কাজ করার নেতিবাচক প্রভাব **(1)**
- ক্যারিয়ার গড়ায় পরামর্শদাতার গুরুত্ব **(1)**

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

(ii) নিচের বিষয়গুলোর ওপর দ্বিতীয় বন্ধুর মন্তব্য সংক্ষেপে লেখো:

- ক্যারিয়ার গড়ার বিকল্প পথ **(1)**
- তরুণ প্রজন্মের জন্য প্রেরণা **(1)**

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

**(Total for Question 4 = 14 marks)**

**TOTAL FOR SECTION A = 40 MARKS**

DO NOT WRITE IN THIS AREA DO NOT WRITE IN THIS AREA DO NOT WRITE IN THIS AREA

DO NOT WRITE IN THIS AREA

**SECTION B: WRITING**

Answer Question 5 and **either** Question 6(a) **or** 6(b) **or** 6(c).

**Write your answers in the spaces provided.**

**5**

**অবসরের কাজ**

| | |
|---|---|
| ছেলেবেলার প্রিয় অবসর | সম্প্রতি কাটানো অবসর |
| স্মরণীয় ঘটনা | পরীক্ষার পরের অবসর |

***অবসর*** সম্পর্কে বাংলায় প্রায় 80 শব্দের মধ্যে একটি অনুচ্ছেদ লেখো। তোমার লেখায় ওপরে দেওয়া চারটি বিষয় অবশ্যই উল্লেখ করবে।

DO NOT WRITE IN THIS AREA DO NOT WRITE IN THIS AREA DO NOT WRITE IN THIS AREA

**(Total for Question 5 = 14 marks)**

DO NOT WRITE IN THIS AREA

**6** নিচের তিনটি কাজ থেকে যেকোনো একটি কাজ বেছে নিয়ে তার ওপর **বাংলায়** প্রায় ১৪০ শব্দের মধ্যে লেখো।

(a) **কাজ ১**

'সুস্থ জীবন' এই বিষয়ে বাংলা পত্রিকার জন্য একটি নিবন্ধ লেখো। এতে তুমি অবশ্যই উল্লেখ করবে:

- সম্প্রতি যে উপায়ে তুমি নিজেকে সুস্থ রেখেছিলে
- সুষম খাওয়াদাওয়ার গুরুত্ব
- সুস্থ থাকা সম্বন্ধে তোমার পরামর্শ

**(26)**

(b) **কাজ ২**

হ্যালো নবীন,

আমাদের স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষার পর আমাদের শহরের পরিবেশ উন্নয়নে আমি ও আমার সহপাঠীরা মিলে শহরের আবর্জনা পরিষ্কার করবো। আমি চাই তুমিও আমাদের সাথে এই কাজে যোগ দাও।

পলাশ

পলাশ যে বার্তাটি পাঠিয়েছে এর জবাবে তুমি তাকে একটি ই-মেইল লেখো।
এতে তুমি অবশ্যই উল্লেখ করবে:

- সম্প্রতি তোমার এলাকার পরিবেশ ভালো রাখতে তুমি যা করেছিলে
- তুমি কোন কাজে সাহায্য করতে পারো তাকে জানাও
- ভবিষ্যতে দূষণ কমানোর উপায়

**(26)**

(c) **কাজ ৩**

'ক্লাসরুমে শেখা বনাম অনলাইনে শেখা'- এই সম্বন্ধে তুমি একটি ব্লগ লেখ।
এতে তুমি অবশ্যই উল্লেখ করবে:

- প্রচলিত শিক্ষার সুবিধা ও অসুবিধা
- ভবিষ্যতে একটি আদর্শ পাঠের জন্য তোমার পরামর্শ
- সাম্প্রতিক সেরা পাঠের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে তোমার মতামত

**(26)**

**Indicate which question you are answering by marking a cross ☒ . If you change your mind, put a line through the box ☒ and then indicate your new question with a cross ☒ .**

☒ **Question 6(a)** ☒ **Question 6(b)** ☒ **Question 6(c)**

DO NOT WRITE IN THIS AREA

DO NOT WRITE IN THIS AREA

DO NOT WRITE IN THIS AREA

DO NOT WRITE IN THIS AREA

**(Total for Question 6 = 26 marks)**

**TOTAL FOR SECTION B = 40 MARKS**

**SECTION C: TRANSLATION INTO BANGLA**

**Write your answer in the space provided.**

**7** নিচের লেখাটি বাংলায় অনুবাদ করো।

Ancient Dhaka City was established on the bank of the river Buriganga. At that time, this river influenced the city dwellers in trades and commerce. Eventually, the communication has improved a lot from Capital Dhaka to the other parts of the country.

Dhaka city is enriched with its historical background, a better quality of life, and skilled workers. The development and expansion of the city never stopped after the independence of Bangladesh. However, the increasing pollution due to the dying river is becoming a big issue for the city dwellers.

**(20)**

DO NOT WRITE IN THIS AREA
DO NOT WRITE IN THIS AREA
DO NOT WRITE IN THIS AREA

DO NOT WRITE IN THIS AREA
DO NOT WRITE IN THIS AREA
DO NOT WRITE IN THIS AREA

**(Total for Question 7 = 20 marks)**

**TOTAL FOR SECTION C = 20 MARKS**
**TOTAL FOR PAPER = 100 MARKS**

DO NOT WRITE IN THIS AREA

DO NOT WRITE IN THIS AREA

DO NOT WRITE IN THIS AREA

**BLANK PAGE**

DO NOT WRITE IN THIS AREA

DO NOT WRITE IN THIS AREA

DO NOT WRITE IN THIS AREA

**BLANK PAGE**

GradeMax

DO NOT WRITE IN THIS AREA
DO NOT WRITE IN THIS AREA
DO NOT WRITE IN THIS AREA

**BLANK PAGE**

**Source information**

**Question 2**
© Intellistudies/Getty Images
© XiFotos/Getty Images
© XiXinXing/Getty Images